অষ্টাদশ অধ্যায়

নবুয়্যতের অভিষেক বা দায়িত্ব অর্পণ

প্রসঙ্গ ঃ কুরআন নাযিলের প্রথম সূচনা ঃ

নবী করিম (দঃ)-এর বয়স যখন ৪০ বৎসর ৬ মাস ১৫ দিন, তখনই পবিত্র রমযানের শবে ক্বদর সোমবার রাত্রে কোরআন মজিদ নাযিলের ধারা সূচিত হয়। গভীর রাত-ঘন অন্ধকার, কৃষ্ণা তিথীর শেষাংশ। নবী করিম (দঃ) গভীর ধ্যানে মগ্ন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) গারে হেরার চূড়ায় নবীজীর (দঃ) খেদমতে এসে উপস্থিত। তিনি কোরআন নাযিলের সূচনা করলেন এভাবে "ইকরা"– আপনি পাঠ করুন। শুধু একটি শব্দ। তিনবার উচ্চারণ করলেন জিব্রাইল (আঃ)। তিনবারই নবী করিম (দঃ) বললেন– মা আনা-বি-কারিয়ীন- "আমি পাঠক নই- বরং পাঠদানকারী"। হযরত জিব্রাইল (আঃ) তিনবার নবী করিম (দঃ) কে জোরে আলিঙ্গন করলেন। এতে জিব্রাইলের (আঃ) পরিশ্রম হলো। নবী করিম (দঃ) বলেন– **"আমার পক্ষ হতে জিব্রাইলের নিকট জহুদ বা কষ্ট পৌঁছলো"। এই আলিঙ্গন ছিল যাতে বশরী ও যাতে মালাকীর মধ্যে সমন্বয় সাধন। পরস্পর দুই যাতের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, তা আলীঙ্গনের মাধ্যমে দূরীভূত হয়ে গেল। এখানে হুযুর (দঃ)-এর মালাকী ছুরত প্রকাশ পেল এবং জিব্রাইলও জাহেরী বশরী ছুরতের আধ্যাত্মিক পরশে ধন্য হলেন। আলিঙ্গনের এই অনুষ্ঠান ছিল ফয়েয আদান-প্রদানের আলিঙ্গন।** এক সীনা হতে অন্য সীনায় যে প্রবাহ গমন করে- তাকে ফয়েয বলা হয়। ইহা স্ফুলিঙ্গ সদৃশ। কারেন্ট যেভাবে প্রবাহিত হয়- ফয়েযও সেভাবে প্রবাহিত হয়। এজন্যই ইলমে মা'রেফাতকে ইলমে সীনা বলা হয় এবং শরীয়তের কিতাবী বিদ্যাকে বলা হয় ইলমে ছফীনা বা জাহাজী বিদ্যা।

হাদীস বিশারদগণের এটা আংশিক মতামত। তিনবার এই আনুষ্ঠানিকতা শেষে জিব্রাইল (আঃ) কোরআনের সুরা আলাক-এর প্রথম পাঁচটি আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালেন। নবীজী পরে পাঠ করলেন। এভাবেই প্রত্যক্ষ অহী নাযিলের ধারা শুরু হলো।

এই পাঁচটি আয়াতই প্রথম প্রত্যক্ষ ওহী। সুতরাং এই পাঁচটি আয়াতের গুরুত্বও অপরিসীম। জ্ঞানের প্রথম সোপানই হলো পাঠ করা বা পড়া। কিন্তু মুসলমানরাই আজ জ্ঞানার্জনে সবচেয়ে অনগ্রসর। আমরা কোরআন সুন্নাহ

www.sunnibarta.com

ভিত্তিক জ্ঞান চর্চা করছিনা। তাই এই অধঃপতন। উক্ত পাঁচটি আয়াতে মানব সৃষ্টির দ্বিতীয় স্তর "আলাক" বা রক্তপিন্ড উপাদানের উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে– কলমের সাহায্যে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন এবং মানুষের অজানা তত্ত্ব কামেল মানুষকে (নবীজীকে) শিখিয়েছেন। বৈজ্ঞানিকদের সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণার মূল সূত্র এই পাঁচটি আয়াত। এভাবেই সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্ব ও জ্ঞানের উৎস নবী করিম্ (দঃ)-এর নিকট প্রকাশ করা হলো।

অতঃপর জিব্রাইল (আঃ) অদৃশ্য হয়ে গেলেন। নবী করিম (দঃ) গারে হেরা থেকে নেমে নীচে আসলেন। এমন সময় জিব্রাইল (আঃ) শূন্যলোক থেকে আপন মূল ছুরতে দেখা দিলেন এবং বললেন–**"আন্তা রাসুলুল্লাহ ওয়া আনা জিব্রাইল"**– "আপনি আল্লাহর মনোনীত রাসুল এবং আমি জিব্রাইল ফিরিস্তা"। মাওয়াহিব ল্াদুন্নিয়া গ্রন্থে আল্লামা শাহাবুদ্দীন কাস্তুলানী (রাঃ) লিখেন– ঐ সময়ই হযরত জিব্রাইল (আঃ) জমিনে পদাঘাত করে পানি বের করে নিজে অযু করলেন এবং নবী করিম (দঃ) কে ওযু করার পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন। অযু শেষে হযরত জিব্রাইল (আঃ) দু'রাকাত নামায আদায় করলেন এবং হুযুর আকরাম (দঃ) কে দু'রাকাত নামায আদায় করতে বললেন। সেই সময় থেকে নবী করিম (দঃ) সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে সকালে ও সন্ধ্যায় দু'রাকাত করে ফজর ও মাগরিব নামায আদায় করতেন। এর ১১ বৎসর পাঁচ মাস পর যখন মে'রাজ শরীফে গমন করেন, তখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয় এবং মূল দু'রাকাআতের সাথে মাগরিবে এক রাকাত, যোহর, আছর ও এশাতে দু'রাকআত করে যোগ করা হয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত নবুয়ত ধারার এই হাদীসখানা বোখারী শরীফে উল্লেখিত হয়েছে। হেরা গুহায় নবী করিম (দঃ) কে নবুয়তের দায়িত্বে অভিষিক্ত করা হয়। আরবীতে এই অভিষেককেই বি'ছাত বা মাব্আছ বলা হয়। প্রিয় নবী (দঃ) আদম সৃষ্টির পূর্বেই নবী হিসাবে মনোনীত ছিলেন। দায়িত্ব প্রদান করা হয় হেরা গুহাতে। এদিনেই "আউয়াল ও আখের নবী" উপাধীর রহস্য প্রকাশ পায়। আউয়াল, আখের, যাহের, বাতেন যেমন আল্লাহর সিফাতি নাম, তেমনিভাবে নবী করিম (দঃ)-এরও সিফাতি নাম (বেদায়া-নেহায়া ও মাওয়াহিব)।

[নবী করিম (দঃ) যখন আকাশে তারকা হিসাবে বিরাজমান ছিলেন, তখন ঐ জগতের পাঁচশত চার কোটি বৎসর যাহের এবং পাঁচশত চার কোটি বৎসর

www.sunnibarta.com

বাতেন হিসাবে বিদ্যমান ছিলেন- বলে হযরত জিব্রাইল (আঃ) নবী করিম (দঃ)-এর দরবারে স্বীকার করেছেন। জিব্রাইলের মুখের এই স্বীকৃতি শুনে নবী করিম (দঃ) বললেন, " আল্লাহর কসম, আমিই সেই তারকা–হে জিব্রাইল"! ঐ সময়েও তিনি নবীই ছিলেন।

যাহের–বাতেন মিলিয়ে ঐ জগতের এক হাজার আট কোটি বৎসর পূর্বের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়া নবী করিম (দঃ) ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে সম্ভব কি? এটাই তো গায়েবের এক বড় সংবাদ। নবী শব্দের মূল ধাতু নাবাউন। এর অর্থ "গোপন সংবাদ প্রদান"। প্রত্যেক নবীর তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকে। এক নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো- আল্লাহ প্রদত্ত গায়েবী এলেম, দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য– ফিরিস্তা দর্শন এবং তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো- আল্লাহ্ প্রদত্ত সরাসরি জ্ঞান বা ইলমে বদিহী। (ওহাবী লেখক সোলায়মান নদভীর সিরাতুন্নবী গ্রন্থের ৩য় খন্ড ১৬ ও ১৭ পৃষ্ঠা-উর্দ্দু)। সুতরাং নেতার কথা মেনে নেয়া তাদের উচিৎ।]

হেরাপর্বত থেকে অবতরণ করে নবী করিম (দঃ) সোজা বিবি খাদিজার (দঃ) নিকট চলে আসলেন এবং বললেন, "তোমরা আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও"। আকস্মিক ঘটনার স্বাভাবিক বিহবলতা কেটে যাওয়ার পর নবী করিম (দঃ) বিবি খাদিজার নিকট হেরা গুহার সব ঘটনা খুলে বললেন। বিবি খাদিজা (রাঃ) শান্ত্বনা দিয়ে নবী করিম (দঃ)-এর বিগত ১৫ বছরের চরিত্র মাধূর্য বর্ণনা করে বললেন, "আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন, আল্লাহ্র শপথ, নিশ্চয়ই আপনাকে আল্লাহ অপদস্ত করবেন না। কেননা, আপনি আত্মীয়–স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক রেখেছেন, কথায় সততার প্রমাণ দিয়েছেন, মানুষের দুঃখ লাঘব করেছেন, অতিথিদের সেবা করেছেন, সত্যপথে বিপদগ্রস্থদের সহযোগিতা করেছেন"। একথা বলে বিবি খাদিজা সর্বপ্রথম নবী করিম (দঃ)-এর উপর ঈমান আনয়ন করলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে নিজ স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর মহত্বের প্রথম স্বীকৃতি প্রদান এক বিরল ঘটনা। ইংরেজ লেখক ওয়ার্ডস ওয়ার্থ বলেছেন, "কোন মানুষই নিজ স্ত্রীর কাছে হিরো বা সাধু সাজতে পারে না। কিন্তু মোহাম্মদ (দঃ)-এর বেলায় এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়"। (NO MAN IS HERO TO HIS VALET EXCEPT MOHAMMAD.)

প্রিয় নবীর (দঃ) চরিত্র মাধূর্য সম্পর্কে ১৫ বৎসর একান্ত সান্নিধ্যে থেকে অবলোকন করার সুযোগ বিবি খাদিজার (রাঃ) হয়েছিল। সামান্য ত্রুটিও যদি পরিলক্ষিত হতো-তাহলে তিনি এভাবে স্বীকৃতি প্রদান করতেননা। নবী করিম

www.sunnibarta.com

(দঃ) বিবি খাদিজাকে অযু করার পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন এবং তাঁকে নিয়ে দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। এ অবস্থা দেখে ৮/১০ বৎসরের বালক হযরত আলী (রাঃ) ঈমান এনে নামাযে শরিক হয়ে গেলেন। বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হচ্ছেন হযরত আলী (রাঃ), এরপর পুরুষগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), আশ্রিত লোকদের মধ্যে পালিতপুত্র যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ), ক্রীতদাসগণের মধ্যে হযরত বেলাল (রাঃ), মহিলাদের মধ্যে বিবি খাদিজার (রাঃ) পর আবদুর রহমান ইবনে আউফ-এর মাতা হযরত শিফা (রাঃ) প্রথম ইসলাম কবুল করেন। এরপর নবীজীর চাচী উম্মুল ফযল (রাঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কন্যা আসমা (রাঃ) প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। (আনওয়ারে মোহাম্মদীয়া)।

ফাত্‌রাত বা ওহী বিরতি ঃ

জিব্রাইল (আঃ)-এর বিদায় গ্রহণের পর তিন বৎসর পর্য্যন্ত কোরআন নাযিল বন্ধ ছিল। বিষয়টি ছিল খুবই অসহনীয়। ইমাম বায়হাকী ইমাম শাবী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন–এই তিন বৎসর সময়ে হযরত ইস্রাফিল (আঃ) নবীজীর খেদমতে বিভিন্ন দোয়া ও বিষয় নিয়ে নাযিল হতেন। তিন বৎসর পর পুনঃ কোরআন নাযিল শুরু হয় এবং পরবর্তী বিশ বৎসরে তা সম্পন্ন হয়। এই মধ্যবর্তী তিন বৎসর সময়কে ফাত্‌রাতুল ওহী বা ওহী বিরতি সময় বলা হয়। এই সময়ে কোরাইশদের পক্ষ থেকে কোন বাধা আসেনি। তিন বৎসর পর যখন জিব্রাইল (আঃ) নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে পুনঃ আগমন করেন–

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ الخ

অর্থ–"হে প্রিয় কম্বলধারী নবী! প্রস্তুত হোন এবং লোকদেরকে শতর্ক করুন"

তখন থেকেই নবী করিম (দঃ) দাওয়াতী কাজ শুরু করেন এবং প্রথমে নিজ পরিবার পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনদেন নিকট ইসলামের বানী পৌছাতে থাকেন। প্রিয় নবীর (দঃ) চাচা আবু লাহাব ইসলাম গ্রহণের পরিবর্তে প্রকাশ্যে শত্রুতা করতে আরম্ভ করে। তাঁর স্ত্রী উম্মে জামিল নবীজীর যাতায়াতের পথে কাটা বিছিয়ে রাখতো। আপন ঘরেই প্রথম শত্রু পয়দা হলো।

www.sunnibarta.com